প্রথম অধ্যায়

বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্য—
স্বরূপ, উৎস, লেখক

(১)

একটি বিশেষ শ্রেণির সাহিত্য সম্ভারকে শিশুসাহিত্য অথবা কিশোরসাহিত্য রূপে পৃথকীকরণের মূল উদ্দেশ্য পাঠকশ্রেণি চিহ্নিতকরণ। অর্থাৎ ঐ বিশেষ শ্রেণির সাহিত্যসম্ভারের পাঠক কারা হবেন, সাহিত্য সৃষ্টির সময়ে লেখকদের সে বিষয়ে স্পষ্ট পরিকল্পনা থাকে। শিশু ও কিশোর পাঠকের কথা ভেবেই শিশু ও কিশোর সাহিত্যের সূচনা ঘটেছে। সাধারণভাবে বয়স্ক - পরিণত মননের অধিকারী পাঠকের জন্য রচিত সাহিত্যকে বয়স্কসাহিত্য বলা হয় না। সাহিত্যের আগে 'শিশু' কিংবা 'কিশোর' শব্দগুলি বসিয়ে 'শিশু' ও 'কিশোর' মনের উপযোগী সাহিত্যকে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং 'শিশুসাহিত্য বা 'কিশোরসাহিত্য' নির্দিষ্ট বয়সের পাঠকের কথা মনে করেই লেখা। 'শিশু ও 'কিশোর' পরিভাষা দুটি নির্দিষ্ট বয়সকেন্দ্রিক। 'শিশু'র (child) বয়সকাল বোঝাতে গিয়ে আমেরিকার 'Convention on the rights of the child' (২০ নভেম্বর, ১৯৮৯) বলেছে — ' Every humanbeing below the age of 18 years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier' অর্থাৎ শৈশব বা 'Childhood' আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত সীমায়িত। সেই অর্থে বাংলায় ছোটদের জন্য রচিত সমস্ত সাহিত্য 'শিশুসাহিত্য' বা ইংরেজির 'Child Literature'-এর অন্তর্গত। 'বালকপাঠ্য' কিংবা 'কিশোরপাঠ্য' সাহিত্যও শিশুসাহিত্যরূপেই বিশেষিত হয় বাংলায়। অথচ চরিত্রগত প্রভেদ রয়েছে এই সাহিত্য প্রকরণগুলির।

পাশ্চাত্যের 'Child Literature' (শিশুসাহিত্য)-এর পাশাপাশি 'Juvenile Literature' নামে কিশোরসাহিত্যের সমান্তরাল ধারা প্রচলিত। অথচ বাংলায় 'কিশোরসাহিত্য' নির্দ্বিধায় শিশুসাহিত্যরূপে বিবেচ্য ও আলোচিত হয়। ছোটদের জন্য লেখা সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করতে গিয়ে বাণী বসু তাঁর 'বাংলা শিশুসাহিত্য ঃ গ্রন্থপঞ্জির ইংরেজি শিরোনাম দিয়েছেন 'A BIBLIOGRAPHY OF BENGALI BOOKS FOR CHILD AND YOUNG ADUTLS'। অর্থাৎ 'YOUNG ADULTS' বা কিশোরদের জন্য রচিত গ্রন্থও শিশুসাহিত্য রূপে এই গ্রন্থে বিবেচিত হয়েছে। ছোটদের জন্য লেখা সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য' (১৯৫৮)। অথচ এই গ্রন্থে আলোচিত অধিকাংশ রচনাই কিশোরপাঠ্য সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। একই ঘটনা ঘটেছে আশা গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ' (১৯৬১) বইটির ক্ষেত্রেও। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বুদ্ধদেব বসু কিংবা নবেন্দু সেন ছোটদের জন্য লিখিত সাহিত্যকে সামগ্রিকভাবে শিশুসাহিত্য রূপেই অভিহিত করেছেন। অথচ বিষয়ের দিক থেকে এবং রসাস্বাদনের তারতম্যে শিশু ও কিশোরসাহিত্য পৃথক।

মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও শারীরবিজ্ঞানের সতর্ক দৃষ্টিতে সিগমুন্ড ফ্রয়েড, কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙ, এডলার, অটো প্রমুখ মনোবিদ্ যৌবনের পূর্ববর্তী জীবনের তিনটি ভাগ লক্ষ করেছেন—

শৈশব, বাল্যকাল, কৈশোর। পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত শৈশব, ছয় থেকে বারো বছর পর্যন্ত বাল্যকাল এবং বারো থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত সময়কাল কৈশোররূপে বিবেচিত। সুতরাং এই বয়সের উপযোগীরূপেই শিশুসাহিত্যের ও কিশোরসাহিত্যের সৃষ্টি। শিশু এবং বালকদের কাছে ফ্যান্টাসীজাতীয় রচনা, রূপকথা, লোককথা কিংবা কল্পনায় ডানামেলা সাহিত্যের জগৎ বোধগম্য ও অনুধাবনযোগ্য। টুনটুনি পাখি এই জগতে জব্দ করতে পারে প্রতাপশালী রাজাকে। শিয়াল দিব্যি বসতে পারে পণ্ডিতের আসনে, হেড আপিসের বড়বাবুর গোঁফ চুরি যেতে পারে। সমস্ত অবিশ্বাস্য, কল্পনা নির্দ্বিধায় সত্যি বলে গ্রহণ করে শিশু। ভালো লাগলে সে আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে, দুঃখ পেলে চোখ জলে ভরে আসে; আর ভয় পেলে জড়িয়ে ধরে মায়ের আঁচল। সে বিশ্বাস করে পৃথিবীতে সবকিছুই সম্ভব। সম্ভব ও অসম্ভবের ফারাক থাকে না তার কাছে। বুদ্ধির জটিল মারপ্যাঁচের পরিবর্তে সহজ সরল ভালোলাগার জগতই শিশুর কাছে অনুধাবন ও আস্বাদনযোগ্য হয়ে ওঠে। শিশুসাহিত্যে তাই সরল কাহিনি বিন্যাস একটা আবশ্যিক শর্ত। অন্যদিকে কিশোর পাঠকের যেহেতু বৌদ্ধিকস্তর কিছুটা পরিণত, তাই সে রহস্যকাহিনি কিংবা অভিযান কাহিনির রসাস্বাদন করতে পারে। শিশুসুলভ বিস্ময়পরায়ণতার সঙ্গে তীব্র কৌতূহলবোধ যুক্ত হয় বলেই, দেশভ্রমণ বা রহস্যকাহিনির প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ। শব্দের অর্থ ও বহুবিধ বিষয়ের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে বলে কিশোর-কিশোরীর কাছে সাহিত্যের জগৎ বিস্তৃত। শিশুসাহিত্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের পাশাপাশি রোমাঞ্চকর ঘটনা, কৌতুককাহিনি বা বুদ্ধিপ্রধান জটিল আখ্যানও তার বিষয়সূচির সীমানায় চলে আসে। কবিতা ও প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও বিস্তার ঘটে কিশোরসাহিত্যে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি'র (১৮৯৯) ছড়াগুলি পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে-মেয়েদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। বরং তারা আনন্দ সহকারে পড়ে—

" হাট্টিমা টিম্ টিম্
তারা মাঠে পারে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম্ টিম্"

ছড়ার এই আজবদর্শন প্রাণীটির বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই। শিশু তাকে দেখেনি কোনোদিনও। এমনকি 'হাট্টিমা টিম্ টিম্' শব্দগুলির অর্থও সে বোঝে না। তবুও এই ছড়া শুনে তারা নির্মল আনন্দ উপভোগ করে। কেননা ছড়া কিংবা কবিতা পড়তে গিয়ে অর্থ তাদের কাছে প্রাধান্য পায় না। বরং ধ্বন্যাত্মক অনুকার শব্দ কিংবা আপাতভাবে অর্থহীন শব্দের ব্যবহার তাদের মধ্যে একধরণের ছন্দবোধ জাগিয়ে তোলে। কখনও কখনও শিশু যে অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করে, লেখক সেই শব্দগুলি দিয়ে আকৃষ্ট করেন তাদের। ছোটদের কথ্য বাক্‌রীতি যে কত সাবলীলভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, উপেন্দ্রকিশোরের একটি কবিতা থেকে তার উদাহরণ—

" এই যে আমাল থোনাল বালা, থ্যাকলা দিল গলে
লাঙ্গা তুলি থিল হাতে, খেলতে গেল পলে।
নিদে হাতে তিপ পলেথি, কলে আঙ্গুল দিয়ে
থোত্ত কাকাল দোয়াত থেকে কলি তুলে নিয়ে।"

এই লেখা নিশ্চয়ই পনেরো-ষোল বছরের পাঠকের জন্য লেখা নয়। সদ্য বুলি ফোটা শিশু এই কবিতার বিষয়; নিতান্তই যারা শিশু তারাই এর পাঠক (পড়তে সক্ষম) ও শ্রোতা। লোকসমাজে আবহমান কাল ধরে যে ঘুমপাড়ানি গান-ছড়া, ছেলেভুলানো ছড়া প্রচলিত, তারও শ্রোতা ছিল এই শিশু ও বালকবৃন্দ। যোগীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর পশু-পাখিদের নিয়ে লোককথার আঙ্গিকে যে জগৎ তৈরী করলেন, বাস্তব দৃষ্টিতে তা অসম্ভব জগতের। শিশুর কাছে ঐ জগৎ সত্য বা মিথ্যার পরোয়া করে না। যা কিছু তার মনোযোগ আকর্ষণ করে, তা তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে পূর্বপরিচিত না হলেও, সে উপভোগ করে তার আনন্দরস। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যোগীন্দ্রনাথের আজগুবি ছড়ার সংকলন 'খুকুমনির ছড়া'র (১৮৯৯) ভূমিকায় এই বিষয়ে বলেছেন—

" প্রকৃতির কারখানা হইতে নির্মিত হইয়া মানবশিশু সদ্য ঃ সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু এখনও প্রকৃতির শাসন, নিয়মের শাসন তাহাকে বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে নাই ..... তাহার স্বাধীন মুক্ত জীবনের নিকট প্রকৃতির মূর্তিও সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খল ও সংযম রহিত। .... শিশুবুদ্ধি এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক দেখে না। অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বন্ধন ও নিয়মের ও শৃঙ্খলার এই সম্পূর্ণ অভাবে তাহার কিছুমাত্র শঙ্কাবোধ বা দ্বিধাবোধ হয় না। এই শৃঙ্খলাহীন, নিয়মহীন, বিপর্যস্ত জগতের মধ্যে সে পরিপূর্ণ উল্লাস ও আনন্দ উপভোগে সমর্থ হয়।" [১]

পাশাপাশি ছোটদের মনে গল্প শোনার যে তীব্র আগ্রহ, তারই চাহিদা মেটাতে রূপকথা কিংবা লোককথার জন্ম। ভালোর সঙ্গে খারাপের লড়াই, পরিণামে মন্দের পরাজয়, ভালোর জয়— ছোটদের আকৃষ্ট করে। এই শুভাশুভবোধ ছোটদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়াও পারিপার্শ্বিক অভিভাবকবৃন্দের কৌশল। শিশুসাহিত্যকে তারা নীতিশিক্ষার আয়ুধের মতো ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যিক ও সমালোচক জন রো টাউণ্ডসেণ্ড -এর মতে শিশুসাহিত্যে আবশ্যিক উপাদান হবে নীতিমূলক শিক্ষণীয় বিষয় ('Morally Educative Qualities')। উনিশ শতকে ছোটদের জন্য যখন লেখা শুরু হচ্ছে, বাংলার তাবৎ লেখককুলের মূল লক্ষ্য ছিল ঐ শিশু ও বালকশ্রেণির সামনে নীতিমূলক আখ্যান উপস্থিত করে তাদের মানসিক চরিত্র গঠন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার 'শিশুশিক্ষা' (১৯৫০) গ্রন্থের তৃতীয়ভাগের ভূমিকায় এ কারণেই ঘোষণা করেছেন—

" কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ নির্ম্মল চিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। এ নিমিত্ত হংসীর স্বর্ণডিম্ব প্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস নিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গৃহদ্বারে বৃহৎপাকস্থলী .... প্রভৃতি অসম্বন্ধ অবান্তর বিষয়সকল প্রস্তাবিত না সুসম্বন্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বন্ধ করা গেল।" ২

এই মন্তব্যের বক্তা মদনমোহন স্বয়ং বাংলাভাষায় প্রথম শিশুপাঠ্য কবিতাটি লিখেছিলেন ('পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল')। সুতরাং শিশুসাহিত্যের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যে নীতিশিক্ষাদান, সে কথা অস্বীকারের উপায় থাকে না। এমনকি উনিশ শতকের বাংলা শিশুসাহিত্যের ধাত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া শিশুসাহিত্য পত্রিকাগুলিরও মূল উদ্দেশ্য ছিল নীতিমূলক আখ্যানের প্রচার। 'সখা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার 'প্রস্তাবনা'তে (জানুয়ারি, ১৮৮৩) সম্পাদক প্রমদাচরণ পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে জানিয়েছেন—

" আমাদিগের হতভাগ্যদেশে বালক-বালিকাদিগের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতির জন্য অধিক লোক চিন্তা করেন না; অথবা করিবার অবকাশ হয় না, এই জন্যই 'সখা'-র জন্ম হইল। 'সখা' পিতামাতার উপদেশ এবং শিক্ষকের শিক্ষা দুইই প্রদান করিবে, যাহাতে বালক-বালিকারা বাস্তবিক মানুষ হইতে পারেন, তজ্জন্য 'সখা'র লেখক ও লেখিকাগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।" ৩

কিশোরসাহিত্য এই নীতিশিক্ষার জগৎ থেকে বহুদূরে অবস্থিত। নীতিকথার জগৎ ছাড়িয়ে তার যাত্রা বহির্বিশ্বের দিকে। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মানসপরিধিরও সম্প্রসারণ ঘটে। পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তার জানার আগ্রহ থাকে প্রবল। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তার রক্তে তুফান তোলে। রহস্যকাহিনির সূত্রসন্ধান করে সে নিজেই হয়ে ওঠে তুখোড় গোয়েন্দা। গল্পের সূক্ষ্ম হাস্যরস বোঝার মত অনুধাবন ক্ষমতা লাভ করে সে মশগুল হয়ে ওঠে কৌতুককাহিনিতে। প্রবন্ধ পাঠ করে বস্তুবিজ্ঞান কিংবা পৃথিবীর বিচিত্র সংবাদের রসগ্রহণের উপযোগী মন তৈরী হয় তার। এই সাহিত্য জগতে শিশুদের প্রবেশের অধিকার থাকলেও, তার রসগ্রহণে তারা সক্ষম কিনা, সে বিষয়ে সংশয় থাকে। রবীন্দ্রনাথের শিশুপাঠ্য কবিতাগুলির অধিকাংশ কবিতা শিশুদের অনুধাবন ক্ষমতার বাইরে। হেমেন্দ্রকুমারের অভিযানমূলক রচনা, শিব্রামের 'PUN' বা 'যমক', মনোরঞ্জন-শরদীন্দু, সত্যজিতের গোয়েন্দা কাহিনির স্বাদগ্রহণ করার মতো বৌদ্ধিক পরিণতি শিশুদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় না। কিশোরসাহিত্যের রচনা শিশুসাহিত্যের নামে প্রচলিত হলেও শিশুসুলভ বুদ্ধিতে কিশোরসাহিত্যকে অনুধাবন করা শিশুদের পক্ষে কষ্টকর। 'মুকুল' পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে পত্রিকার সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী বিষয়টি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করেছেন। 'মুকুল' পত্রিকার প্রথমবর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩০২) মুকুল ঘোষণা করে—

" অনেকের ধারণা আছে, মুকুল ছোট ছোট শিশুদের জন্য, অর্থাৎ যাহাদের বয়স ৮/৯ বৎসরের মধ্যে প্রধানত তাহাদের জন্য। 'মুকুলে' এমন কথা থাকে, যাহা এত অল্পবয়স্ক শিশুগণ বুঝিতে পারে না, এবং বুঝিবার কথাও নহে। যাহাদের বয়স ৮/৯ হইতে ১৬/১৭-র মধ্যে ইহা প্রধানত তাহাদের জন্য। আমরা লিখিবার সময় এই বয়সের বালক-বালিকাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখি।"

সুতরাং উনিশ শতকের শেষার্ধে পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে শিশুসাহিত্যের পাঠকশ্রেণি নির্ণয়ের স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। 'মুকুল'-এর লেখার সঙ্গে শিশুদের সংযোগস্থাপন করতে না পারার বিষয়টি যে আসলে শিশুর অনভিজ্ঞতা এবং বৌদ্ধিকস্তরের অপরিপক্কতাজনিত কারণে, তা 'বুঝিতে পারে না'তেই সম্পাদক স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অনুধাবনশক্তি, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রাধান্য কিশোরসাহিত্যের প্রান্তভূমিতে পৌঁছে দিয়েছে শিশুসাহিত্যকে। অনুবাদ, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান, গোয়েন্দা কাহিনি, প্রবন্ধ, কিশোরসাহিতের উৎকৃষ্ট শাখা। পৌরাণিক বিষয়ের পুনর্সৃজন, কথার মারপ্যাঁচে হাস্যরসসৃষ্টি, শিকার কাহিনির রোমাঞ্চ, ভ্রমণের নির্মল আনন্দ শিশুদের তুলনায় বালক-কিশোরদের আকৃষ্ট করে বেশি।

উনিশ শতকে 'শিশু' ও 'কিশোর' শব্দদুটির পরিবর্তে 'বালক'-'বালিকা' শব্দগুলি ছোটদের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হত বলে, উনিশ শতকের শিশু ও কিশোরসাহিত্য প্রচারিত হয়েছে 'বালকপাঠ্য' সাহিত্যরূপে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম 'শিশুসাহিত্য' পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধে। 'সাধনা' পত্রিকার ১৩০১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'শিশুসাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করেন যোগীন্দ্রনাথের 'খুকুমনির ছড়া'র (১৮৯৯) ভূমিকাতে। ইতিপূর্বে লিখিত সাহিত্য হয় 'অল্পবয়স্ক তরুণ-তরুণী'দের জন্য নয়তো 'বালক'-'বালিকা'দের জন্য উৎসর্গীকৃত। মার্শম্যান 'দিগদর্শন' পত্রিকায় (১৮১৮) একে উল্লেখ করেছেন 'যুবালোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' আখ্যায়। বিদ্যাসাগর 'বোধোদ-

-য়'(১৮৫১)-এর ভূমিকাতে জানিয়েছেন— " অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক-বালিকা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে, এই আশায় অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি।' এই একই উদ্দেশ্যে 'সখা' প্রকাশিত হয়েছে 'বালক-বালিকাদিগের' জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতির জন্য।'[৪] 'বালক-বালিকাদিগের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা'র[৫] জন্য প্রকাশিত হয় 'সাথী' (মার্চ, ১৮৯৩)। 'সখা ও সাথী' (বৈশাখ, ১৩০১), 'মুকুল' (১৮৯৫) একইভাবে বালক-বালিকাদের জন্য সাহিত্যসৃষ্টিতে যত্নশীল হয়ে ওঠে। 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮), 'বালকহিতৈষী' (১৮৮১), 'বালিকা' (১৮৮৪) 'বাল্যবন্ধু' (১৮৮৪), 'বালক' (১৮৮৫) প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এই বালক-বালিকা পাঠকদের

উদ্দেশেই। তবে এই বালক-বালিকা ৮/৯ বছরের ছেলে-মেয়েরা নয়। 'মুকুল' পত্রিকার ঘোষণা অনুযায়ী '৮/৯' থেকে '১৬/১৭' বছরের ছেলে-মেয়েরা অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীরাই আলোচ্য সময়ের লেখক বা পত্রিকাগুলির সাহিত্য রচনার মূল লক্ষ্য ছিল।

'শিশুসাহিত্য' শিরোনামটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে (উনিশ শতকের অন্তিমলগ্নে) ব্যবহৃত হলেও কালক্রমে ছোটদের জন্য লিখিত সমস্ত সাহিত্যই পরিচিত হয়েছে শিশুসাহিত্যরূপে। অসংখ্য শিশু ও বালকপাঠক কিশোরসাহিত্য পাঠ করে শিশুসাহিত্য হিসেবে। পাঠকশ্রেণির বিচারের তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। উনিশ শতক থেকে এই সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থ, পূজাবার্ষিকী, সাহিত্যপত্রে শিশু ও কিশোর (যদিও 'কিশোর', 'কিশোরভারতী', প্রভৃতি পত্রিকা পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়েছে) সাহিত্য সমশ্রেণিভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। শিশু ও কিশোরসাহিত্যের এই শ্রেণিবিভাজন করতে না পারা কিন্তু একধরণের অসচেতনাজনিত কারণেই। প্রকরণগত দিক এবং রসোপলব্ধির দিক থেকে আলাদা হলেও চরিত্রগত দিক থেকে শিশুসাহিত্য ও কিশোরপাঠ্য সাহিত্যেকে এখনও পর্যন্ত পৃথকভাবে দেখার অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। লেখক ও পাঠক উভয়েই এক্ষেত্রে দায়ভাগী। তাই চরিত্রগত পার্থক্য থাকলেও পাঠকের মনোজগতকে পৃথক করতে না পারার অসচেতনায় বর্তমানে শিশু ও কিশোরসাহিত্য প্রায় সমর্থকে পরিণত হয়েছে। পাঠক বিচারে কিশোর-কিশোরীরা ক্রমশ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে শিশুপাঠকের। ফলে শিশুসাহিত্য ও কিশোরসাহিত্য বিশ শতকে পরিণত হয়েছে পরস্পরের পরিপূরকে। এই মিশ্র সাহিত্য সামগ্রিকভাবে পরিচিত হয়েছে শিশুসাহিত্যরূপে। অবশ্য শিশু কিংবা কিশোরের জন্য লেখা হলেও এই সাহিত্যজগতে সংবেদনশীল প্রত্যেক বয়স্কপাঠকের অবাধ যাতায়াতে কোনো নিষেধ নেই। সার্থক শিশুসাহিত্য ও কিশোরসাহিত্য ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে বড়োদের হৃদয়রাজ্যেও সোনার জাদুকাঠির স্পর্শ ছড়িয়ে দেয়। এই স্পর্শ ছড়ানোর কাজ যাদের, শিশুসাহিত্যের সেই লেখকদের খোঁজেই এই আলোচনা অগ্রসর হবে।

(২)

ছোটদের জন্য সচেতনভাবে সাহিত্য রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় উনিশ শতকের সূচনালগ্নে। আবহমানকাল ধরে প্রচলিত বাংলার ছেলেভুলানো ছড়া, ঘুমপাড়ানি ছড়া, রূপকথা, লোককথাকে অনেকে শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন।[৬] শিশু বা বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জনের জন্য লেখা হলেও এই লোকছড়া বা লোকগল্পগুলিকে শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'শতাব্দীর শিশুসাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে—

> *" বাংলার প্রাচীন রূপকথা ও ছড়াগুলিকে শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।*
> *কিন্তু সমগ্র রূপকথা ও ছড়াকে শিশুসাহিত্য বলা চলে না। প্রাচীন রূপকথা*
> *ও ছড়া বাংলার অগাধ লোকসাহিত্যেরই অন্তর্গত। এই সাহিত্যের রচনা ও*

প্রচার হয় মুখেমুখে এবং রচয়িতাও অজ্ঞাত।"

লোকসাহিত্যের রচয়িতাদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই শিশুসাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত লোকছড়া কিংবা লোকগল্পগুলির স্রষ্টারা বিস্মরণের অন্তরালে হারিয়ে গেছেন। লোকসাহিত্যের এই উপাদানগুলি শিশুসাহিত্য নয়, কিন্তু উনিশ শতকের শিশুসাহিত্যের কাঠামোটি নির্মিত হয়েছে এই উপাদানগুলি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে। আর রূপকথাতো পরবর্তী শিশু সাহিত্যের একটি প্রধান শাখাতে পরিণত হয়েছে।

সচেতনভাবে শিশুসাহিত্যের সূচনা হয়েছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। 'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শিশুসাহিত্যের সূচনা ঘটেছে বলে মত প্রকাশ করেছেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু সেন, বুদ্ধদেব বসু। নবেন্দু সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন— 'প্রকৃত অর্থে বাংলা শিশুসাহিত্যের চর্চা শুরু হয় উনিশ শতকের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে। জন মার্শম্যানের সম্পাদনায় ১৮১৮'র দিগ্‌দর্শন পত্রিকায় তার সূত্রপাত বলা চলে।'[৭] বাণী বসু শিশুসাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করতে গিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্যের সূচনাকাল ধরেছেন ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দকে। এক্ষেত্রে 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকাকেই মাইলফলক ধরা হয়েছে। শিশুসাহিত্যের সূচনালগ্নরূপে 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকাকে এই স্বীকৃতি দেওয়ার কারণ 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকাতেই প্রথম ঘোষণা করা হয় পত্রিকাটি 'যুবালোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' প্রকাশ করবে। পত্রিকার প্রকাশিত ছাব্বিশটি সংখ্যায় অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য ভূগোল, আবিষ্কার-কাহিনি, বস্তুবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবহারিক সংবাদ প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটি যেহেতু অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের (যুবালোক) জন্যই প্রকাশিত হয়েছে, তাই 'দিগ্‌দর্শন'-এর আবির্ভাবকে শিশুসাহিত্য রচনার প্রথম প্রয়াস বলা হয়েছে। অথচ 'যুবালোক' শব্দটি 'শিশু'র বিকল্প শব্দ নয়। বরং যুবালোক বলতে পত্রিকা যে কিশোর-কিশোরীদের বুঝিয়েছে তার প্রমাণ পত্রিকার আখ্যাপত্রের ইংরেজি বয়ান— 'The Indian Youth's Magagine'। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের জন মার্শম্যান 'দিগ্‌দর্শন'কে যদি শিশুপাঠ্যপত্রিকারূপে প্রকাশ করতেন, তবে পত্রিকাটি হত 'The Children Magagine'। 'Youth' শব্দটি 'Child'-এর বিকল্প নয়। বরং 'Youth' শব্দটি 'তরুণ' অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। এই তরুণরাই বাংলার কিশোর-কিশোরী। 'দিগ্‌দর্শন'-এর বিষয়সূচির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, বিদ্যালয়ে পাঠরত বালক-বালিকারাই 'দিগ্‌দর্শন'-এর লক্ষ্য। সুতরাং 'শিশুসাহিত্য'র পরিবর্তে 'দিগ্‌দর্শন'-এ যে সাময়িকপত্রগতভাবে 'বালকপাঠ্য' বা 'কিশোরপাঠ্য' সাহিত্যের সূচনা ঘটেছে, তা অনুমান করা যেতে পারে।

১৮১৮ সাল শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অন্য একটি কারণে। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি'র পরিকল্পনায় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে 'নীতিকথা' বইটি প্রকাশিত

হয়। তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্তদেব ও রামকমল সেনের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি 'পাঠশালার নিমিত্ত'[৮] রচিত হলেও ছোটদের জন্য লেখা এটিই বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ঈশপ ও আরবি গল্পের যে অনুবাদমূলক একত্রিশটি গল্প প্রকাশিত হয়, তার উদ্দেশ্যে ছিল অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের নীতিশিক্ষাদান। ছোটদের সামনে উচ্চনৈতিক আদর্শ স্থাপনের প্রয়াস সমগ্র উনিশ শতকের বালক-বালিকাপাঠ্য শিশুসাহিত্যের মূল সুর, 'যা ছিল মুষ্টিমেয় সিবিলিয়ানদের শিক্ষিত করে তোলার অন্যতম সহায়ক, তা রূপান্তরিত হয় শিশু-কিশোর পাঠ্য হিসেবে।'[৯] সুতরাং বালক-কিশোরপাঠ্য শিশুসাহিত্যের লক্ষণচিহ্ন নিয়ে 'নীতিকথা' গ্রন্থটি শিশুসাহিত্যের উদ্ভবের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারিণীচরণ, রাধাকান্ত, রামকমল শিশুসাহিত্যের আদি সংকলকরূপে ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

'নীতিকথা'কে অবলম্বন করে শিশুশিক্ষার সূত্রে ছোটদের সামনে যে নীতিকথার জগৎ তৈরি হয়েছিল, তার সূচনা কিন্তু বহুপূর্বেই ঘটেছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের রচনায়। 'সিবিলিয়ন' বা রাজকর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (১৮০০) লেখকবৃন্দ বাংলার লোককথা, সংস্কৃত, পঞ্চতন্ত্র, ঈশপের গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। বড়োদের জন্য লেখা হলেও ফোর্ট উইলিয়াম প্রকাশিত বইগুলিতে 'নীতিকথা'র অবলম্বন স্বরূপ লোকগল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। ছোটরা এই বইগুলিতে নিজেদের জগৎ খুঁজে পেতে পারে। ভাষার কাঠিন্য মুছে দিলে এবং অশ্লীলতা বর্জন করলে এই বইগুলিকে স্বচ্ছন্দে 'স্কুলবুক সোসাইটি' প্রকাশিত শিশুশিক্ষামূলক বই বা বিদ্যাসাগরের শিশুশিক্ষামূলক বইয়ের পাশে রাখা যায়। উনিশ শতকের সূচনা লগ্নে বাংলাগদ্যের প্রস্তুতিরসূত্রে যে উপকরণ ও উপাদান সংগৃহীত হতে শুরু করলো, তা-ই পরবর্তী শিশুসাহিত্যের সোপান নির্মাণ করেছে। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই যে বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০২), গোলকনাথ শর্ম্মার 'হিতোপদেশ' (১৮০২), কেরীর 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) গ্রন্থে। আশা গঙ্গোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> *"কেরীর সংকলিত 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)-কেও শিশু বা কিশোরসাহিত্য রচনার একটি পদক্ষেপ বলিয়া মনে করা উচিত। ... 'ইতিহাসমালায়' আমরা শিশুসাহিত্যের প্রথম পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। উইলিয়ামকেরী এইদিক হইতেও একটি নূতন সম্ভবনাকে সূচিত করিয়া গিয়াছেন।"* [১০]

১৮১৮ সালের নীতিকথামূলক কাহিনিকে কেন্দ্র করে যেহেতু শিশুসাহিত্যের সূচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে, সেই একই উপাদান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের রচনায় বহুল পরিমানে উপস্থিত ছিল। তাই বাংলা শিশুসাহিত্যের লেখকের তালিকায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের

লেখকবৃন্দের নাম উল্লেখ হওয়া প্রয়োজন। এই গবেষণার সময়কাল তাই ১৮০০ সালের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শুরু হয়েছে।

উনিশ শতকের শিশুসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ মূলত তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, সাময়িকপত্রের উদ্যোগ এবং ব্যক্তিক প্রচেষ্টায় বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্য বিস্তার লাভ করেছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, (১৮০০), 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) এবং 'ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি'র (১৮৫১) পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা শিশুসাহিত্য বিকশিত হয়েছে। 'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮), 'পশ্বাবলী' (১৮২২), 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮), 'সখা' (১৮৮৩), 'বালক' (১৮৮৫), 'মুকুল' (১৮৯৫) প্রভৃতি পত্রিকার মধ্য দিয়ে শিশুসাহিত্য নিজস্ব রূপরেখা খুঁজে পেয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও পত্রিকাগত উদ্যোগে সামিল হয়ে বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের সোপান নির্মাণ করেছেন বহু খ্যাত-অখ্যাত, দেশি-বিদেশি মানুষজন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়াম কেরী, 'কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি'র রাধাকান্তদেব, তারিনীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, তারাচাঁদ দত্ত, 'ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি'র মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, কালিপ্রসন্ন ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তারাকান্ত তর্করত্ন, প্রমুখ লেখকবৃন্দ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শিশুসাহিত্যের দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা শিশুসাহিত্যের জগতে নীতিকথামূলক শিশুশিক্ষাগ্রন্থের পাশাপাশি শিশুর মনোরঞ্জনের দিকে নজর দেওয়া হয়। এই জাতীয় গ্রন্থগুলির সূত্রে বাংলা শিশু সাহিত্যের জগতে ব্যক্তি লেখকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ব্যক্তিক প্রয়াসে পূর্ণতা পেয়েছে বাংলা শিশুসাহিত্য।

মদনমোহন তর্কলঙ্কারের 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'[১১] কবিতাটির মধ্য দিয়ে বাংলা শিশুপাঠ্য কবিতার উন্মেষ ঘটলো। মদনমোহনের বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা শিশুসাহিত্যের জগতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত লেখক। দেশি-বিদেশি ধ্রুপদী সাহিত্য অনুবাদ করার পাশাপাশি শিশুশিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে ছোটদের জন্য তিনি জীবনীসাহিত্য ও প্রবন্ধ লিখেছেন। সমসাময়িককালে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় পাশ্চাত্যের কাহিনি অনুবাদের মধ্য দিয়ে শিশুসাহিত্যের ধারাটিকে পুষ্ট করেছেন। পাশাপাশি রামনারায়ণ তর্করত্ন, হরিনাথ মজুমদার, সর্ব্বানন্দ রায় ছোটদের জন্য উপন্যাস ও গল্পরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। মধুসূদন দত্ত, অঘোরনাথ তর্করত্ন, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধামাধব মিত্র, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, ভিখারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শিশুপাঠ্য কবিতা লেখার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিদ্যাসাগর ছোটদের জন্য প্রবন্ধ রচনায় মনোযোগী হয়েছিলেন।

উনিশ শতকের যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী ও বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক বাংলা শিশুসাহিত্য পল্লবিত হয়েছে উপরিউল্লিখিত লেখকদের ছত্রছায়ায়। এদের পাশাপাশি বিভিন্ন

শিশু ও বালকপাঠ্য পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকবৃন্দ নিরন্তর সেবা করেছেন বাংলা শিশুসাহিত্যের। মূলত নীতিকথামূলক কাহিনি, কবিতা ও ছোটছোট সংবাদজাতীয় রচনার মধ্য দিয়ে তারা শিশুর চরিত্র গঠনের কাজে সাহিত্যকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। শিশুর মনোরঞ্জনের থেকে এক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে শিশু শিক্ষার দিকটি। বিদ্যাসাগর 'চরিতাবলী' (১৮৫৬) লিখতে গিয়ে এই উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করেছেন—'সংক্ষেপে সরলভাষায়, কতকগুলি মহানুভবের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল। যে-সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে, বালকদিগের লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে, এই পুস্তকে তদ্রুপ বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।'' অনুরূপভাবে 'বিজয়বসন্ত' উপন্যাসের ভূমিকায় গ্রন্থাকার হরিনাথ মজুমদার জানিয়েছেন—'বালকেরা ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, ভূগোলাদি সৰ্ব্বদা অধ্যয়ণ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হয়। ... এতদ্বারা বালকগণের চিত্তরঞ্জন ও নীতিশিক্ষার বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ উপকার হইবার সম্ভবনা।' অর্থাৎ সমসাময়িক লেখকদের মূল লক্ষ্য ছিল শিশুর সামনে উচ্চনৈতিক আদর্শস্থাপন ও তাকে শিক্ষাদান করা এবং শিশুর নৈতিক মনোরঞ্জন করা। এই প্রবণতা বদলের প্রক্রিয়া শুরু হয় উনিশ শতকের শেষার্ধে। 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮) পত্রিকার আবির্ভাব শিশুসাহিত্যের পালাবদল ঘটিয়েছে।

(৩)

বাংলা 'মৌলিক শিশুসাহিত্যের সূত্রপাত হয় কেশবচন্দ্র সেনের 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮) প্রকাশিত হওয়ার পর। তৎপূর্বে বিদ্যাসাগর, মদনমোহন প্রমুখেরা যতটুকু লিখেছেন তা শিক্ষায়তনের প্রয়োজনে'।[১২] কেশবচন্দ্র সেনের 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮) পত্রিকার পূর্ববর্তী যুগে শিশুসাহিত্যের লেখকরা মূলত বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ, কিংবা অনুবাদমূলক গ্রন্থরচনার মাধ্যমে শিশুচিত্তের নৈতিক বিনোদনের চেষ্টায় নিমগ্ন ছিলেন। কেশবচন্দ্রের 'বালকবন্ধু' পত্রিকাতে নীতিশিক্ষার পাশাপাশি ছোটদের বিনোদনের বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। 'বালকবন্ধু' পূর্বপ্রকাশিত শিশু পত্রিকাগুলির মতো 'ক্ষুদ্র সৈনিকের হাতে মরালের সত্যপতাকা ধরিয়ে দিয়ে'[১৩] শুধুমাত্র আত্মিক উন্নয়ণের প্রাণান্তকর চেষ্টায় বিভোর ছিল না, বরং চিত্রে-গল্পে ধাঁধায় 'বালকবন্ধু'কে প্রকৃত অর্থেই বাল্যবন্ধু করে তোলার আন্তরিক প্রয়াস ছিল সম্পাদকের। এই পত্রিকায় লেখকের নাম প্রকাশিত হত না। তবে ছোটদের লেখা ছাপানোর বিষয়টি এখানেই প্রথম লক্ষ করা যায়। 'বালকের রচনা' বিভাগে ক্ষুদে লেখকদের কোনো পরিচয় না থাকলেও তাদের নামের আদ্যাক্ষর মুদ্রিত হতো। ছোটদের জন্য শুধু বড়োরা নয়, ছোটরা নিজেরাই লিখতে এগিয়ে এলো 'বালকবন্ধু'কে কেন্দ্র করে। ছোটদের জন্য ছোটদের এই লেখার আয়োজন শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পরবর্তী প্রায় প্রতিটি শিশুসাহিত্য পত্রিকা ছোটছোট ছেলেমেয়েদের সাহিত্যরচনার জন্য উৎসাহিত করেছে।

'বালকবন্ধু'র পথ অনুসরণ করে 'সখা' (১৮৮৩), 'বালক' (১৮৮৫), 'সখা ও সাথী'

(১৮৯৩), 'মুকুল' (১৮৯৫) প্রভৃতি পত্রিকা ছোটদের জন্য বিনোদনের সম্ভার উপহার দিয়েছে। শিশুপাঠ্য কবিতা, উপন্যাস, গল্প, জীবনী, প্রবন্ধ, দেশ-বিদেশের টুকরো খবর পরিবেশনের মাধ্যমে ছোটদের সাহিত্যজগৎ ক্রমশ সাবালক হয়ে উঠেছে। এইসময় শিশুসাহিত্য পত্রিকাগুলির বিপুল সংখ্যক পাঠক সংখ্যার বৃদ্ধি শিশুসাহিত্যের বর্ধিত কলেবরের সুসমৃদ্ধির ইঙ্গিত। শিশুপাঠ্যগ্রন্থ রচনা ছাড়াও যে ছোটদের জন্য লেখার কাজে অসংখ্য মানুষ যুক্ত হলেন, তারই সম্প্রসারিত রূপ বাংলা মৌলিক শিশুসাহিত্য। 'সখা'র প্রমদাচরণ সেন, 'বালক'এর জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'সখা ও সাথী'র ভুবনমোহন রায়, 'মুকুল'-এর শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদকরূপে শিশুসাহিত্যের এই বিপুল কর্মকাণ্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শুধুমাত্র সম্পাদকরূপে নয়, লেখকরূপে'ও তাঁরা বাংলা শিশুসাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন। পাশাপাশি নতুন নতুন লেখকদের লেখা প্রকাশ করে শিশুসাহিত্যের ভবিষ্যৎ লেখকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা।

উনিশ শতকের আট ও নয়ের দশকে বাংলা শিশুসাহিত্যের পত্রিকাকেন্দ্রিক লেখক গোষ্ঠীর আবির্ভাব এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'সখা'র প্রথম সংখ্যায় (১৮৮৩, জানুয়ারি) লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন। 'সখা'র দ্বিতীয় সংখ্যাতে (ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩) প্রমদাচরণের বন্ধু উপেন্দ্রকিশোর রায়ের (পরে রায়চৌধুরী লিখতেন) লেখা প্রকাশিত হয়। উপেন্দ্রকিশোর পরবর্তীকালের প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। তাঁর লেখার সূচনাও কিন্তু 'সখা'র পৃষ্ঠায়। বিপিনচন্দ্র পাল, ভুবনমোহন রায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামব্রহ্ম সান্যাল, অম্বিকাচরণ সেন, লাবণ্যপ্রভা বসু, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সতীশচন্দ্র রায়, সরলা মহালানবিশ, প্রমুখের লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে 'সখা'র পৃষ্ঠায়। 'সখা'র ষষ্ঠ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮) প্রকাশিত 'নীতি ও বিদ্যা' নামক সংলাপ কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হয় যোগীন্দ্রনাথের। 'সখা'র প্রথম সংখ্যা থেকে প্রমদাচরণ সেনের 'ভীমের কপাল' নামে কিশোরপাঠ্য প্রথম মৌলিক উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এখানেই প্রকাশিত হয়েছে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিধিলিপি' উপন্যাস। ছোটদের জন্য প্রথম লেখা রাজনৈতিক প্রবন্ধটিও প্রকাশিত হয় 'সখা' পত্রিকাতে। প্রথম বছরের ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটির নাম 'সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাস'। লেখক ছিলেন বিপিনচন্দ্রপাল।

'সখা'র পাশাপাশি 'বালক' পত্রিকাকে (১৮৮৫) কেন্দ্র করে শিশুসাহিত্যের লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুরবাড়ির ছোটদের জন্য প্রকাশিত এই পত্রিকাটির লেখক তালিকায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ছিলেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভুবনমোহন মিত্র, নরেন্দ্রবালাদেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। 'বালক'-এর প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এছাড়াও এই পত্রিকায়

রবীন্দ্রনাথের 'হেঁয়ালি নাট্য', 'রাজর্ষি' ও 'মুকুট' উপন্যাসের প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রেখাক্ষর বর্ণমালা', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বোম্বাই' সংক্রান্ত লেখা, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ছায়াপথ', প্রভৃতি লেখায় 'বালক' সমৃদ্ধ হয়েছে। ভুবনমোহন রায়ের 'সখা ও সাথী'তে নিয়মিত লিখতেন অন্নদাচরণ সেন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কালীপ্রসন্ন দাস, অমৃতলাল গুপ্ত, সখারাম গনেশ দেউস্কর, রামব্রহ্ম সন্ন্যাল,দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন, জগদানন্দ বায, দীনেন্দ্রকুমার রায়, প্রমুখ প্রথিতযশা লেখক। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'আশ্চর্য হত্যাকাণ্ড'কে উনিশ শতকের প্রথম কিশোরপাঠ্য থ্রিলার বলা যেতে পারে। ত্রৈলোক্যনাথ এই পত্রিকায় 'সেকালের কথা' নামে একটি কৌতুকস্নিগ্ধ গল্প লিখেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের 'বেচারাম কেনারাম' নাটকটিও এখানে প্রকাশিত হয়।

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' (১৮৯৫) প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর পূর্বেই বাংলা শিশুসাহিত্যের পালাবদল ঘটেছে। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর, অবনীন্দ্রনাথ বাংলার শিশুসাহিত্যে বৈচিত্র্য এনেছেন। তৎসত্ত্বেও 'মুকুল'-এর লেখা কিংবা জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েনি। সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী ছাড়াও 'মুকুল'কে 'পত্রপর্ণপুষ্পেপূর্ণ ফলবত্ত মহীরূহতে' পরিণত করেছেন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, উপেন্দ্রকিশোর, যোগীন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, রমেশচন্দ্র দত্ত, দীনেন্দ্রকুমার রায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রমুখ শিশুসাহিত্যের কৃতি লেখকেরা। শিশুসাহিত্য এই সমস্ত লেখকদের যৌথ সমবায়ে নিজস্ব আঙ্গিক খুঁজে পেয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা শিশুসাহিত্যের বিকাশে এই বালকপাঠ্য শিশুসাহিত্য পত্রিকাগুলি ধাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিদ্যাসাগর পূর্ববর্তী ও বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক শিশুসাহিত্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরবর্তী শিশুসাহিত্যের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে এইসময়ে প্রকাশিত শিশুসাহিত্য পত্রিকাগুলি। বিষয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটেছে এ সময়ে। শিশুসাহিত্যের পর্যালোচনায় এই পরিবর্তন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ছোটদের জন্য লেখা গ্রন্থসমূহ কিংবা ছোটদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুশিক্ষার প্রসার। বালক-বালিকার চারিত্রিক উন্নয়ণের জন্য নীতিমূলক আখ্যান অনুবাদ ও সংকলনে ব্রতী হয়েছিলেন লেখকেরা। তাই প্রথমপর্বের বাংলা শিশুসাহিত্য ছিল নীতিকথামূলক এবং বিদ্যালয়পাঠ্য। এক্ষেত্রে শিশুর মনোরঞ্জনের কিংবা আনন্দলাভের বিষয়টি ছিল উপেক্ষিত। বিদ্যাসাগরের আবিভার্বের ফলে ছোটদের মনোরঞ্জনের বিষয়ে লেখকেরা ভাবনা চিন্তা শুরু করলেও তা ছিল বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত নৈতিক বিনোদনেরই পথানুসারী। বিদ্যাসাগর বালক-বালিকাদের জন্য লিখতে গিয়ে লেখ্যভাষায় পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। পরবর্তী দু-দশকের বাংলা শিশুসাহিত্য বিদ্যাসাগরের সুললিত শালীন ভাষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এইসময় খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রভাবমুক্ত হয়ে অনুবাদের ধারা বিস্তৃত হয়েছে দেশ থেকে বিদেশে।

অনুবাদকর্মে অগ্রসর হয়ে মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ লেখকেরা বাংলা শিশুসাহিত্যের ভৌগোলিক সীমার সম্প্রসারণ করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যের সুলুক-সন্ধান দিয়েছেন বাংলার শিশু-কিশোরদের।

উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে পত্রিকাকেন্দ্রিক বাংলা শিশুসাহিত্যে বিষয়ান্তর ঘটেছে। নীতিকথা থাকলেও তা শিশুসাহিত্যে চালিকাশক্তির মসনদ থেকে উৎখাত হয়। নীতিকথার পরিবর্তে শিশুদের মনোরঞ্জনের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। মদনমোহনের 'পাখীসব করে রব রাতি পোহাইল'র মতো নীতিধর্মী কবিতার পরিবর্তে 'সখা'তে মনোরঞ্জন গুহ ছোটদের জন্য লিখলেন বিশুদ্ধ আনন্দমূলক কবিতা— 'আকাশে উঠেছে তারা / বাগানে ফুটেছে ফুল। / থোকা থোকা ফল ঝোলে/ ডালে থাকে পাখি কুল।। নিশি করে ঝক্‌মক্ / নদী করে কুলকুল! / পুরাণ পুকুর পাবে / ফুটেছে বকুল ফুল।। / মাঠেতে করেছে শোভা / থোকা থোকা পাকা ধান। / প্রহরী চাষার ছেলে / মনে সুখে করে গান।। সপসপ বায়ু বয় / পাতা করে মর্‌মর্‌। / ঝনঝন ধান বাজে / হেলে দুলে নাচে খড়।/ আকাশে উঠিয়ে চাঁদ / আলোক করিছে দান / পুলকেতে পৃথিবীর / হাসি হাসি মুখ খান।। আধঘুমে জেগে উঠে / আমার কোলের ছেলে / মধুমাখা আধ বোলে / ডাকিতেছে মা মা বলে।। ঘনঘন পেঁচা ডাকে / ভয়ে কাঁপে পাখীগণ। / বালক বালিকা বুড়ো / ঘুমে সব অচেতন।। কালি হবে বাকিপড়া / অজিপড়া রেখে দাও। / হয়েছে অনেক রীতি / বই রেখে ঘুম যাও। '

কবিতার পাশাপশি শিশু-কিশোরপাঠ্য উপন্যাস, প্রবন্ধ নীতিকথার দুরূহবর্ম ভেদ করে নির্মল আনন্দ উপহার দিল ছোটদের। দেশ-বিদেশের খবর পরিবেশনের ব্যবস্থা ইতিপূর্বে থাকলেও এইসময় তা প্রাধান্য লাভ করেছে। লেখকরা অগ্রসর হয়েছেন বহুবিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখার কাজে। 'মাছি' থেকে 'সর্পে'র ঔষধ', 'অক্ষয়কুমার দত্ত' থেকে 'ইংল্যাণ্ডেশ্বরী', থ্রিলার থেকে কৌতুকনক্সা, ধাঁধা, হেঁয়ালি নাট্য, খেলাধূলার বিচিত্রসম্ভার লেখকদের কলমে উঁকি দিয়েছে। একই সঙ্গে স্বদেশ সম্পর্কে সচেতন করার কাজেও এগিয়ে এসেছেন তাঁরা। এইভাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধে ছোটদের লেখা ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। শিশুসাহিত্যের এই ক্রমরূপান্তরের জগতে সার্বিক পালাবদল ঘটেছে উনিশ শতকের শেষ দশকে। প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকাকেন্দ্রিকতার পথ পরিহার করে বাংলা শিশুসাহিত্যের বিশুদ্ধরূপটির সন্ধান পাওয়া গেল ব্যক্তি লেখকের উদ্ভাসে। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা শিশুসাহিত্যের সার্বিক চালচিত্র বদলে দিয়েছেন।

(৪)

বিশ শতকের প্রথমার্ধের শিশু ও কিশোর সাহিত্যে যে সুবর্ণযুগ লক্ষ করা যায়, তার সূচনা ঘটেছে উনিশ শতকের শেষ দশকে। যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'হাসি ও খেলা' (১৮৯১) প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা শিশুসাহিত্যে নতুনযুগের সূচনা ঘটে। রবীন্দ্রনাথ 'হাসি ও

খেলা'র সমালোচনা করতে গিয়ে এই নতুন যুগের ইঙ্গিত দিয়ে জানিয়েছেন—

> *"... বইখানি ছোট ছেলেদের পড়িবার জন্য। বাঙ্গালাভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে সকল বই আছে তাহা স্কুলে পড়িবার বই, তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই, তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয় সে পরিমাণে উপকার হয় না। ... 'হাসি ও খেলা' বইখানি সংকলন করিয়া যোগীন্দ্রবাবু শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।"* [১৪]

যোগীন্দ্রনাথ 'হাসি ও খেলা'র ভূমিকায় (জানুয়ারি, ১৮৯১) নতুনযুগের শিশুসাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেছেন—

> *'আমাদের দেশে বালক-বালিকাদিগের উপযোগী স্কুলপাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অভাব না থাকিলেও গৃহপাঠ্য ও পুরস্কার প্রদানযোগ্য সচিত্র পুস্তক একখানিও দেখা যায় না। এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য 'হাসিও খেলা' প্রকাশিত হইল।'*

গৃহ পাঠ্য ও বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক যে এক হতে পারে না, সেই বোধ এসময় স্পষ্ট হয়ে দেখাদিয়েছিল। 'হাসি ও খেলা'তে যোগীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য 'সাতভাই চম্পা', 'ভুলো ও বাঘা' নামে রচনাগুলি প্রকাশ করেছেন। যোগীন্দ্রনাথ ছাড়াও রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অতুলের গাড়ি', নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'আমার খুকু', 'সোনামনির রাগ', 'মজার পড়া', প্রমদাচরণ সেনের 'কেরাণী পাখী', রামব্রহ্ম সান্যালের 'জেব্রা', উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর 'মজন্তালী' যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'রামায়ণ কথা' সংকলিত হয় 'হাসি ও খেলা' গ্রন্থে। এই লেখাগুলি তৎকালীন শিশুসাহিত্যে ভাষা ও উপস্থাপনভঙ্গির দিক থেকে অভিনব।

ছোটদের জন্য ইতিপূর্বে লিখিত সাহিত্য ছিল বালক-বালিকা বা কিশোর-কিশোরীদের জন্য রচিত। যোগীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর চার থেকে আট বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য লেখা শুরু করলেন। যোগীন্দ্রনাথ 'ভুলো ও বাঘা' নামে লেখাটিতে ছোটদের জন্য চলিত ভাষায় লেখা গদ্যর প্রবর্তন করেন—

> *"ও কি খোকাবাবু, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে 'ভুলোকে' মারতে যাচ্ছ ছিঃ! ছিঃ, অমন কুকুরটিকে কষ্ট দিতে আছে ? তাই বুঝি সেদিন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে বল্লে, 'ভুলো' তোমাকে কামড়াতে এসেছিল। তা আসবে না কেন ? তুমি তাকে মারবে, আর সে তোমাকে ভালবাসবে ?"*

উপেন্দ্রকিশোর মজন্তালী সরকার নামে একটি বিড়ালের মজার মজার কাণ্ডকারখানা ও তার শোচনীয় পরিনামের গল্প শুনিয়েছেন এখানে। যোগীন্দ্রনাথ বসু ছোটদের জন্য রামায়ণ কাহিনি সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করেছেন এখানে। সবমিলিয়ে ছোটদের জন্য, ছোটদের মতো করে অভিনব সাহিত্যসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল 'হাসি ও খেলা'। 'গ্রন্থটির রচনাদর্শে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির প্রভাব থাকলেও এজাতীয় গ্রন্থ পূর্বে একটিও রচিত হয়নি। ভাবে-ভাষায়, বিষয় নির্বাচনে 'হাসি ও খেলা' শিশুসাহিত্যের নতুন যুগ উন্মোচিত করেছে।' [১৫] গৃহপাঠ্যতার গুণেই এই বই স্বাদু ও মনোরমভাবে উপস্থিত হয়েছে ছোটদের সামনে।

'হাসি ও খেলা' যে নতুন ধারার গ্রন্থ রচনার পথ প্রদর্শক, তারই পথানুসরণ করে এই সময় প্রকাশিত হয় নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ' (১৮৯১), ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' (১৮৯৩), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শকুন্তলা' (১৮৯৫) 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬), উপেন্দ্রকিশোরের 'ছেলেদের রামায়ণ' (১৮৯৫)। এই বইগুলি ভাবে ও ভাষায়, বিষয়ের বৈচিত্র্যে ছোটদের সাহিত্যজগৎ বদলে দিয়েছে। নবকৃষ্ণ ও উপেন্দ্রকিশোর কৃত্তিবাসী রামায়ণকে ছোটদের মনের কাছাকাছি পৌঁছেদিয়েছেন। নবকৃষ্ণ পরে তাঁর এই গ্রন্থ অবলম্বন করেই লিখেছেন 'টুকটুকে রামায়ণ'। উপেন্দ্রকিশোরের রচনা শিশুসুলভ সারল্য ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ। 'রচনা কালে আত্মতৃপ্তির চেয়ে সুকুমারমতি পাঠকমহলের চিত্তরঞ্জনের দিকে দৃষ্টিই যেন তাঁর অধিক ছিল। সেজন্য প্রত্যেকটি রচনাই আনন্দরসে পরিপূর্ণ শিশুপাঠ্য সাহিত্য।' [১৬] ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'র দৌলতে বাংলা গদ্যে আজগুবি উদ্ভটরসের আবির্ভাব ঘটলো। ভূত-প্রেত, খোক্কশের বিচিত্রজগতে নির্মল কৌতুকরসের স্বাদ পেল বাংলার শিশু ও কিশোর। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'শকুন্তলা' ও 'ক্ষীরের পুতুল'-এ রূপকথা লোককথার ধ্রুপদী জগৎ নির্মাণ করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীসুলভ বাক্‌বিন্যাসে ছোটদের লেখার জগতে আঙ্গিকগত বিপ্লব ঘটেছে। পরবর্তী শিশু সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয়েছে যোগীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথে।

উনিশ শতকের এই পালা বদলের সূত্রে বিশশতকের প্রথমার্ধে শিশুসাহিত্যে ব্যাপক পরিবর্তন এল। বিশ শতকের পূর্বে বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের পৃথক রূপটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় নি। শিশু ও কিশোর সাহিত্য মিশ্রসাহিত্যরূপে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকে এই মিশ্র সাহিত্য বালক পাঠ্য সাহিত্যরূপে পরিচিতি হয়। বিশ শতকে বিষয়ের বিচিত্র স্রোতে ভেসে গেলো অল্পবয়স্ক বালক-বালিকার দল। প্রাধান্য পেল বালক ও কিশোর পাঠকবৃন্দ। যোগীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর ও দক্ষিণারঞ্জন শিশুদের জন্য লোককথা, পশু-পাখীর বিচিত্র জগৎ ও রূপকথার সম্ভার নিয়ে বাঞ্ছাকল্পতরুর মতো উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সুকুমার, সুনির্মল, হেমেন্দ্রকুমার, খগেন্দ্রনাথ, শিব্রাম, মনোরঞ্জনদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে বাংলা কিশোরসাহিত্য ছোটদের মনোজগতে জাঁকিয়ে বসলো। পশু-পাখি রূপকথার গল্প শুনতে অভ্যস্থ শিশুরা অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দা কাহিনি,

কল্পবিজ্ঞান, ছোটগল্প, প্রবন্ধের জগতে পথভ্রষ্ট হলো। 'সন্দেশ' (১৯১৩), 'মৌচাক' (১৯২০), 'শিশুসাথী' (১৯২২), 'রামধনু' (১৯২৭), 'মাসপয়লা' (১৯২৯) প্রভৃতি পত্রিকা কিশোর সাহিত্যের এই জয় ঘোষণা করেছে। কুলদারঞ্জন, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, নজরুল, ধীরেন্দ্রলাল ধর, বন্দে আলি মিঞা, বিমল ঘোষ, অখিল নিয়োগী, সৌরীন্দ্রমোহন, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রশেখর বসু, প্রমুখ লেখকবৃন্দের লেখনীতে বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের সার্থকরূপ ফুটে উঠেছে। খ্যাত ও অখ্যাত লেখকদের সৌজন্যে বিশশতকের প্রথমার্ধে বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের স্বর্ণযুগ রচিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্জন, রূপান্তর এবং আত্তিকরণের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের শিশু ও কিশোর সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে। উনিশ শতকের থেকে বিশ শতকের শিশু ও কিশোর সাহিত্য অনেক প্রাণময়। সৃষ্টিশীলতার বিচিত্র স্রোতে আবগাহন করে বিশ শতকের শিশু ও কিশোর সাহিত্য প্রবাহিত হয়েছে বিভিন্ন খাতে। শিশু ও কিশোর সাহিত্যের নতুন নতুন ধারার উদ্ভব ঘটেছে বহু সংখ্যক লেখকদের শিশুসাহিত্য রচনায় সার্বিক ভাবে অংশগ্রহণের জন্য। মৌলিক প্রতিভার স্ফুরণের পাশাপাশি দেশবিদেশের সাহিত্যদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ছোটদের জন্য লেখায় মনোযোগী হয়েছেন অনেকে। তাঁদের যৌথ প্রয়াসে বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্য দীর্ঘ দুশো বছর পথ অতিক্রম করেছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে উদ্ভব থেকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী (১৯৪৭) সময় পর্যন্ত বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের লেখকদের অন্বেষণে আমরা সচেষ্ট হবো।

পাদটীকা :

১. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ভূমিকা, যোগীন্দ্রনাথের 'খুকুমণির ছড়া' (১৮৯৯)
২. মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভূমিকা, শিশুশিক্ষা, তৃতীয় ভাগ (১৮৫০)
৩. প্রস্তাবনা, 'সখা', প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, (জানুঃ, ১৮৮৩)
৪. ঐ
৫. বিনীত নিবেদন, বিজ্ঞপ্তি, 'সাথী', মার্চ, ১৮৯৩
৬. আশা গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ, প্রথম অধ্যায়
৭. নবেন্দু সেন, শিশুসাহিত্য; তথ্য, তত্ত্ব, রূপ ও বিশ্লেষণ
৮. আখ্যাপত্র, নীতিকথা (১ম সংস্করণ), মিত্র, দেব,সেন (১৮১৮)
৯. আশিস খাস্তগীর, 'কথামুখ', 'বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা'
১০. আশা গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত
১১. মদনমোহন তর্কালঙ্কার, 'শিশুশিক্ষা' (প্রথম ভাগ) ১৮৪৯
১২. নবেন্দু সেন, প্রাগুক্ত
১৩. ঐ
১৪. রবীন্দ্রনাথ, 'হাসি ও খেলা'র সমালোচনা, 'সাধনা', মাঘ, ১৮৯৪
১৫. ব্রততী চক্রবর্তী, 'যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও বাংলা শিশুসাহিত্য'।
১৬. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'শতাব্দীর শিশুসাহিত্য', গ্রন্থপ্রসঙ্গ, উনবিংশ শতাব্দী